জুলেখা বাদশার মেয়ে

জন মার্টিন, সিডনি, অক্টোবর, ২০১৫

ফুলের বাগান দেখলেই আমার জুলেখার কথা মনে পড়ে।

আপনার মনে নেই? আহা। সেই যে- জুলেখা বাদশার মেয়ে। তাহার ভারী অহংকার। সে প্রতিদিন সকালে ফুলের বাগানে ফুলের সাথে খেলা করিত। একদিন দেখে তাহার বাগানে ফুল পরীরা ফুলের সঙ্গে খেলিতেছে। জুলেখার ভারী রাগ হইল। সে কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করিল , 'তোমরা কারা? আমার বাগানে কি করিতেছ'?

ফুল পরীরা খেলা থামাইয়া বলিল, 'আমরা ফুল পরী। ফুলের সাথে খেলা করিয়া তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাই'।

অহংকারী জুলেখার ভারী গোস্বা হইল। সে বলিল, 'তোমরা কাহার অনুমতি লইয়া আমার ফুলের সহিত খেলা করিতেছ? তোমরা জানো না আমি বাদশার মেয়ে। এই মুহূর্তে আমার বাগান হইতে চলিয়া যাও'।

ফুল পরীরা মনের দুঃখে সেই বাগান ছাড়িয়া চলিয়া গেলো। তাহার পর হইতে সেই বাগানে আর ফুল ফুটে না ।

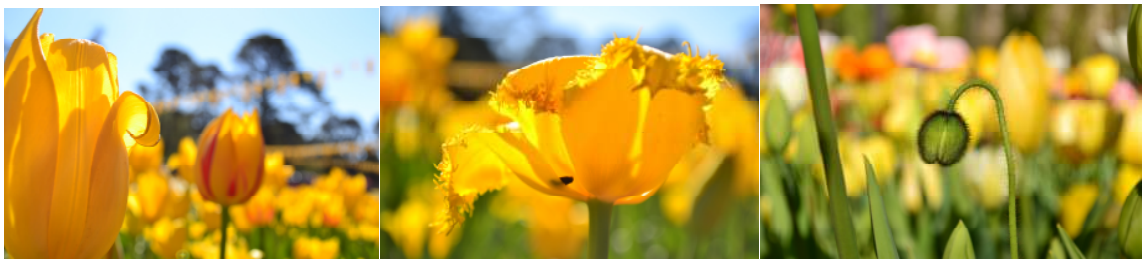

গল্পটি কে লিখেছিল জানি না। আমি পড়েছি আর মনে মনে বাগানে গিয়ে সেই জুলেখাকে খুঁজেছি, ফুল পরীদের খুঁজেছি। গল্পটি শেষটি আসলে অন্য রকম। যেটা বোধহয় আমরা পড়িনি। আমি নতুন করে জুড়ে দিলাম।

ফুল পরীরা মন খারাপ করিয়া তাহাদের রাজ্যে চলিয়া গেলো। তাহাদের শুকনো মুখ দেখিয়া ফুলের রানী জিজ্ঞেস করিল, 'ওহে আমার সুন্দরীরা, আজ এতো মন ভারী কেন'?

একজন বলিল, 'আমাদের বাগান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে'।

আরেকজন বলিল , 'আমরা আর কখনও ওই বাগানে যাইব না। ফুলের ঘুম ভাঙ্গাইব না'।

সবচেয়ে ছোট ফুল পরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'যখন ফুল আর ফুটিবে না তখন ওই দুষ্টু মেয়েটি বুঝিবে'।

ফুলের রানী এইবার সত্যি সত্যি চিন্তিত হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে এমন মানুষও কি আছে যে তাহার পরীদের মনে কষ্ট দিতে পারে?

ছোট ফুল পরী বলিল , 'আছে আছে। ওই দুষ্টু মেয়েটি। বাদশার মেয়ের কি দেমাগ'?

ফুলের রানী সবাইকে লইয়া মিটিং এ বসিল।

'তোমরা ফুলের ঘুম না ভাঙ্গাইলে ফুলগুলো জাগিবে কি করিয়া'? ফুলের রানী জিজ্ঞাসা করিল।

'ফুলগুলির জাগিবার দরকার কি? ওরা ঘুমাইয়া থাকুক'। রাগী ফুল পরী কড়া জবাব দিল।

‘কিন্তু উহারা কি করিয়াছে? তোমাদের মন খারাপ বলিয়া উহাদের কষ্ট দিবে কেন?

‘বারে, আমাদের মন খারাপ তাই ওই ফুলগুলি একটু কষ্ট পাক’।

রানী আদর ভরা গলায় বলে, ‘কিছু মানুষ আছে - যাহারা মনে কষ্ট পাইলে অন্যকে কষ্ট দেয়। তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। আবার কিছু মানুষ আছে, যাহারা অন্যকে তাহাদের মন খারাপের ব্যথা বুঝিতে দেয় না। অন্যকে সে তখন আরও আনন্দে রাখে। ইহাতে তাহাদের পরম সুখ’।

ছোট পরী বিশ্বাস করে না। ‘এমন মানুষ পৃথিবীতে থাকিতেই পারে না। আপনি মানুষদের চিনেন না’।

এই বার ফুলের রানী হাসিয়া বলে, ‘ঠিক আছে এমন মানুষ নাই। কিন্তু এমন ফুল পরী আছে। যাহারা অন্যদের মন ভালো করিয়া দেয়। তোমরা এই রঙের বাটিগুলো লইয়া বাগানে যাও। আর ফুলগুলিকে নানা রঙ্গে ভরাইয়া দাও। যেন সবার মন ভালো থাকে। কোন মানুষ কি বলিল তাহাতে তোমার কি ?

সেই থেকে ফুলের ঘুম ভাঙ্গে মন ভালোর দিনে।

ঘুম ভাঙ্গে মন খারাপের দিনে।

বৃষ্টিতে, ঝড়ে, আগুনের উত্তাপে।

সুখে - অসুখে, ভালবাসায় - নিরুত্তাপে।

ফুল ফুটে - দিনে এবং রাতে।

এবং একদিন সেই ফুলের রঙ দেখে জুলেখার মন ভালো হয়ে যায় । জগতের সকল বাগানই জুলেখার বাগান। ওইখানে ফুল পরীরা আসে। খেলা করে। আর আমাদের মন ভালো করে দেয়।

এই হচ্ছে জুলেখার গল্প। আর সেদিন ক্যানবেরায় জুলেখার বাগানে আমি কোন ফুল দেখলাম না। চারিদিকে কেবল সুন্দরীদের ভিড়। কোথায় জুলেখা? কোথায় ফুলপরী?

ক্যামেরা ব্যাগ থেকে বেড় করার আগেই দেখি ক্যামেরা নিজে শব্দ করছে ‘ক্লিক ক্লিক’।

ফটো ক্রেডিট ঃ আমাকে দিন।